তারিখ 13 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

আমাদের সময়

অতিরিক্ত ফি আদায়ের তালিকায় মাদারীপুরের ৬৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ফরম পূরণ

শফিক স্বপন, মাদারীপুর ●

চলতি বছর এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণে মাদারীপুর জেলার চার উপজেলার ৬৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত ৬৩ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮০ টাকা আদায় করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত টাকা শিক্ষার্থীদের ফেরত দিয়েছে কিনা তার প্রতিবেদন ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার তথ্য জমা দেয়নি। ৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের এসএসসি কর্নারে এ-সংক্রান্ত জরুরি নোটিশ থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস চিঠি সম্পর্কে অবগত নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস। এ ছাড়া ঢালাও অভিযোগ মানতে নারাজ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের পরপরই গোপনে তদন্ত করে সারা দেশে অতিরিক্ত ফি আদায়কারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেছে। এর মধ্যে মাদারীপুর জেলার[জএ্খ নড়ড়শসধৎশ ঃঃধৎঃ:]থএড়ইধপশ[জএ্খ নড়ড়শসধৎশ বহফ:]থএড়ইধপশ সদর উপজেলায় ১৮টি, রাজৈরে ১৪, কালকিনিতে ১৬ ও শিবচরে ১৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৩ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮০ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে। এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি নামিদামি সব স্কুল-মাদ্রাসার নাম।

উমেদপুর অজিফা রবিউল্লাহ লাইসিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরিফ হোসেন বলেন, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছি কিনা এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে তো আমার কাছে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি জানতে চায়নি। এ পর্যন্ত এ-সংক্রান্ত কোনো চিঠি বা আদেশ আমি পাইনি। টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্দেশ পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেব।

দত্তপাড়া টিএন একাডেমির প্রধান শিক্ষক ও শিবচর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুল ওহাব মিয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ বোর্ড নির্ধারিত ফির চেয়ে এত বেশি (উল্লিখিত টাকা) টাকা নেওয়া হয়নি। আল বারতুল মামুর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা আবদুল মালেক মিয়া বলেন, আমার প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা যেখানে বেতনই দিতে পারেন না, সেখানে তারা এত টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করতে পারে না। তিনি গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেখে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে শিবচর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল জলিল মিয়া বলেন, শিক্ষা বোর্ড থেকে এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা এসেছে। এখনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দেওয়ার প্রমাণ আমার কাছে দাখিল করেনি।

কালকিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিশ্বজিত রায় বলেন, এ পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো নির্দেশনা আসেনি এবং কোনো চিঠিও পাইনি। তবে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখেছি। এখনো আমাদের কাছে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়নি।

মাদারীপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান অসুস্থ থাকার কারণে তার বক্তব্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।